বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের পক্ষ থেকে

খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর উপর প্রস্তাবিত সুপারিশ সমূহ

১৮ অক্টোবর ২০২৬

blast

ব্লাস্ট

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের পক্ষ থেকে
খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর উপর প্রস্তাবিত সুপারিশ সমূহ

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
২৫ (১) ও ব্যাখ্যা ২	**মানহানিকর তথ্য** খসড়া আইনে নতুন কিছু অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে। এ ধারায় **"অনলাইনে যৌন হয়রানি", "রিভেঞ্জ পর্ণ", "শিশু যৌন নির্যাতনমূলক উপকরণ", "যৌন ব্ল্যাকমেইল (সেক্সটরশন)" এবং "ব্ল্যাকমেইল"**-সংক্রান্ত অপরাধের তালিকায় অনলাইনে **"মানহানি", "হেয় প্রতিপন্ন করা" এবং "বুলিং"**-কে **নতুন অপরাধ** হিসেবে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খসড়ায় নতুন সংযোজিত 'ব্যাখ্যা ২'-এ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত মানহানির সংজ্ঞার উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত সংজ্ঞার আওতায় 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ও অন্যান্য বিষয়বস্তু, যা কোনো ব্যক্তির সুনাম, মর্যাদা বা চরিত্র ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয় এবং যা মিথ্যা, বিকৃত, বিভ্রান্তিকর, অবমাননাকর বা ক্ষতিকর প্রকৃতির'— এমন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	• **অনলাইনে সংগঠিত যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সংক্রান্ত অপরাধের সাথে বক্তব্য বা মত প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ যুক্ত করা:** প্রযুক্তির সহায়তায় সংঘটিত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি বিধানে অনলাইনে **ফৌজদারি মানহানির** অপরাধ যুক্ত করার প্রস্তাব উদ্বেগজনক। কারণ, এর ফলে গুরুতর নির্যাতন ও সহিংসতা মোকাবিলার জন্য প্রণীত বিধানটির আওতায় অনলাইনে প্রকাশিত বিস্তৃত পরিসরের বক্তব্য ও মতামতও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা রয়ে যাবে। বিদ্যমান বিধানে অপরাধগুলো যৌন বা লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনলাইনে সংঘটিত গুরুতর ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন **"অনলাইনে যৌন হয়রানি", "রিভেঞ্জ পর্ন", "শিশু যৌন নির্যাতনমূলক উপকরণ", "যৌন ব্ল্যাকমেইল (সেক্সটরশন)" এবং "ব্ল্যাকমেইল"**। পক্ষান্তরে, প্রস্তাবিত নতুন অপরাধগুলো মুলত মতামত কে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কী বলছেন বা পোস্ট করছেন, তা অপরাধের আওতায় আনবে, এমনকি, যেখানে কোনো যৌন বা লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের উপাদান নেই সেখানেও। • **অস্পষ্ট ভাষা ও অপব্যবহারের ঝুঁকি:** 'মিথ্যা' বা 'অপমানজনক' এই ধরনের অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে দণ্ডবিধিতে মানহানির সংজ্ঞার পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণের প্রস্তাবটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ৫৭ ধারা এবং	ধারা ২৫ এর "মানহানি" সংক্রান্ত প্রস্তাব বাদ দেয়া প্রয়োজন।

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর ২৫ ও ২৯ ধারার বিধানগুলো পুনর্বহালের প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হয়। এসব বিধানের অপব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস বিবেচনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ থেকে এবং পরবর্তী সময়ে বর্তমান সরকার সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ থেকে অনলাইনে মানহানিসংক্রান্ত বিধানটি বাদ দেয়। অতীতে এই বিধানের অপব্যবহারের ফলে সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং নারী ও শিশুসহ সাধারণ মানুষের অনেকেই কেবল ন্যায্য সমালোচনা বা মতপ্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন বক্তব্য প্রদান কিংবা অনলাইনে বিষয়বস্তু প্রকাশের কারণে নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং বিচারপূর্ব দীর্ঘমেয়াদি আটকাদেশের শিকার হয়েছেন। [1] ● **নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের অভিযোগ জানাতে নিরুৎসাহিত করার প্রভাব:** ফৌজদারি মানহানিসংক্রান্ত আইন নারী ও শিশুসহ নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের অভিযোগ দায়ের ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, ভুক্তভোগীরা আশঙ্কা করতে পারেন যে, তাদের ওপর সংঘটিত সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করলেই তাদের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে।	

[1] Centre for Governance Studies and Clooney Foundation for Justice, TrialWatch, Press Freedom in Bangladesh: Lessons from the Digital Security Act (November 2025). https://cfj.org/wp-content/uploads/2025/11/2025-November-Bangladesh-CGS-DSA-Report.pdf.

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		• **জনস্বার্থে সংবাদ পরিবেশন ও প্রতিবেদন প্রকাশে নিরুৎসাহিত করার প্রভাব:** ফৌজদারি মানহানির আইন অধিকারবিষয়ক বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ পরিবেশন বা প্রতিবেদন প্রকাশে প্রকাশের ক্ষেত্রে ভীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, সাংবাদিক, সংবাদ উপস্থাপক বা বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করতে পারে যে, কেবল এ ধরনের সংবাদ, প্রতিবেদন বা মতামত প্রকাশের জন্যই তাদের গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড বা বিপুল অঙ্কের জরিমানার মুখোমুখি হতে পারে। • **আইনের সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা:** প্রস্তাবিত অপরাধগুলোর বিস্তৃত ও ব্যক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার সুযোগসম্পন্ন সংজ্ঞা আইনের সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতার নীতি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এ নীতি অনুযায়ী, আইনের বিধান অবশ্যই সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও পূর্বানুমানযোগ্য হতে হবে, যাতে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন কোন আচরণ আইনত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সম্ভাব্য আইনি পরিণতি কী হতে পারে। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ নীতির পরিপন্থী কোনো আইন অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে *আফজালুল আবেদীন ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য*, ৮ বিএলসি (২০০৩) ৬০১ মামলার সিদ্ধান্ত প্রাসঙ্গিক। • **নির্বিচার ও স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ:** কোনো বক্তব্য বা প্রকাশিত	

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কখন এবং কী কারণে দণ্ডবিধির অধীনে অথবা সাইবার সুরক্ষা আইন-এর অধীনে মানহানির অভিযোগে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে আইনটি বাছাইমূলক, বৈষম্যমূলক ও স্বেচ্ছাচারীভাবে প্রয়োগের ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষত, সাইবার সুরক্ষা আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির তুলনায় অনেক বেশি কঠোর শাস্তি আরোপের সুযোগ থাকায় এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগের আশঙ্কা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। • **সম্পদ ও সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, তদন্ত এবং ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষায় পুলিশের সীমিত সক্ষমতার কারণে এই বিধানের আওতাভুক্ত গুরুতর অনলাইন অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা, বিশেষত নারী ও শিশুরা, ইতোমধ্যেই প্রতিকার পেতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এমন প্রস্তাবিত মানহানির অপরাধ যুক্ত করা হলে এসব সীমিত সম্পদ ও সক্ষমতা অন্য খাতে ব্যয় হবে। একই সঙ্গে, এ ধরনের বিধান কেবল বক্তব্য বা মতপ্রকাশের কারণে ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করবে, যা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। • **আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক:** জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪ (২০১১), অনুচ্ছেদ ৪৭-এ রাষ্ট্রগুলোকে মানহানিকে ফৌজদারি	

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		অপরাধের আওতামুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনার সুপারিশ করেছে এবং বলেছে যে, মানহানির জন্য কারাদণ্ড কখনোই উপযুক্ত শাস্তি নয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক জাতিসংঘের সাবেক বিশেষ প্রতিবেদকও বলেছেন, "ফৌজদারি মানহানি আইন ঔপনিবেশিক অতীতের উত্তরাধিকার; আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে এর কোনো স্থান নেই। এসব আইন বাতিল করা উচিত।" যুক্তরাজ্য ২০০৯ সালে ফৌজদারি মানহানির বিধান বিলুপ্ত করেছে।[2]	
২৫(২) ও (৩)	খসড়ায় ধারা ২৫-এর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে: • কারাদণ্ড: ২ বছরের পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৫ বছর। • জরিমানা: ১০ লাখ টাকার পরিবর্তে সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা। • ভুক্তভোগী নারী বা শিশু হলে: সর্বোচ্চ কারাদণ্ড ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর এবং/অথবা জরিমানা ২০ লাখ টাকার পরিবর্তে ৪০ লাখ টাকা।	**অপরাধের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি:** প্রস্তাবিত শাস্তি দণ্ডবিধির অধীনে ফৌজদারি মানহানির জন্য নির্ধারিত শাস্তির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড এবং/অথবা জরিমানা)। প্রস্তাবিত অপরাধটির অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং বক্তব্য প্রকাশ-সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য প্রস্তাবিত কঠোর শাস্তি আনুপাতিকতার নীতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়)।	ধারা ২৫ এর "মানহানি" সংক্রান্ত প্রস্তাব বাদ দেয়া প্রয়োজন।
২৫(১) ও ব্যাখ্যা ৩	**হেয় প্রতিপন্নকরণ (Maligning)** খসড়ায় **"হেয় প্রতিপন্নকরণ"** নামে একটি নতুন অপরাধের প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যাখ্যা ৩ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - "হেয় প্রতিপন্ন" হচ্ছে এমন কোন কথা, আচরণ, প্রকাশনা, ইঙ্গিত বা কার্যকলাপ যা মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মর্যাদা,	• **অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত সংজ্ঞা এবং আইনের স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তার অভাব:** 'মর্যাদা', 'সম্মান', 'সামাজিক অবস্থান', 'অপমানিত', 'তুচ্ছ', 'নিকৃষ্ট' এবং 'অসম্মানজনক', এসব শব্দগুলো অস্পষ্ট এবং এগুলোর প্রয়োগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নেই। ফলে আইনে এসব শব্দের ব্যবহার আইনের স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তা নিয়ে গুরুতর	ধারা ২৫ থেকে "হেয় প্রতিপন্নকরণ" (maligning) নামে প্রস্তাবিত অপরাধটি বাদ দেয়া প্রয়োজন।

[2] Section 73, Coroners and Justice Act 2009. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/section/73

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
	সম্মান, সুনাম বা সামাজিক অবস্থান ক্ষুণ্ন হয়, যার ফলে অন্যদের কাছে ওই ব্যক্তি অপমানিত, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট বা অসম্মানের পাত্র বলে প্রতীয়মান হন, অথবা তাঁর সামাজিক মর্যাদা বা সুনাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ শাস্তি: - কারাদণ্ড **৫ বছর** এবং/অথবা **২০ লাখ টাকা** জরিমানা। - ভুক্তভোগী নারী বা শিশু হলে সর্বোচ্চ শাস্তি দ্বিগুণ করে **১০ বছরের কারাদণ্ড এবং/অথবা ৪০ লাখ টাকা জরিমানার** প্রস্তাব করা হয়েছে।	উদ্বেগ তৈরি করে। আইন স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হলে অধিকারধারী এবং আইনগত দায়িত্ব পালনকারী কর্তৃপক্ষ - কেউই আইনের বিধান, তার প্রয়োগের পরিসর ও সম্ভাব্য আইনি পরিণতি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারবেন না। ● **অপব্যবহারের ঝুঁকি:** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর ২৫ ধারায় থাকা "হেয় প্রতিপন্নকরণ"-সংক্রান্ত অপরাধের বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা অতীতে ব্যাপকভাবে অপব্যবহারের নজির রয়েছে। ● **আনুপাতিকতার নীতি লঙ্ঘনের ঝুঁকি:** প্রস্তাবিত অপরাধটির অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং বক্তব্য প্রকাশ-সংশ্লিষ্ট এই অপরাধের জন্য প্রস্তাবিত কঠোর শাস্তি আনুপাতিকতার নীতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করে, অর্থাৎ, কোনো অপরাধ প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক কঠোর বা সীমাবদ্ধতামূলক হওয়া উচিত নয়। ● **ব্যতিক্রম বা সুরক্ষার অনুপস্থিতি:** দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার ব্যাখ্যায় এমন কিছু পরিস্থিতি উল্লেখ আছে, যেখানে ওই ধারার অপরাধ প্রযোজ্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ, "জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আচরণ" অথবা "সরকারি কর্মচারীর সরকারি কার্যাবলি" সম্পর্কে বক্তব্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সুরক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আইনে প্রস্তাবিত "হেয় প্রতিপন্নকরণ" অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত ব্যতিক্রম বা সুরক্ষামূলক বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে না।	

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		• **তৃতীয় পক্ষের অভিযোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার অভাব:** ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ ধারার বিধান "হেয় প্রতিপন্নকরণ"-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না, তা-ও স্পষ্ট নয়। ওই ধারা অনুযায়ী, দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির অভিযোগ সাধারণত কেবল সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি করতে পারেন; সীমিত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তৃতীয় পক্ষের অভিযোগ করার সুযোগ নেই। এ বিধান প্রযোজ্য না হলে আদালতে আবার তৃতীয় পক্ষের অভিযোগ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হতে পারে, যা অতীতে আইন অপব্যবহারের একটি ধরন ছিল।[3] • **প্রয়োগকারী সংস্থার সীমিত সক্ষমতা:** এ বিধানের আওতায় অনলাইনে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা, বিশেষত নারী ও শিশুরা, ইতোমধ্যেই পুলিশের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, তদন্ত পরিচালনা এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রমের সীমিত সক্ষমতার কারণে কার্যকর প্রতিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে অপব্যবহারের ঝুঁকিপূর্ণ 'হেয়প্রতিপন্নকরণ' সংক্রান্ত প্রস্তাবিত অপরাধটি অন্তর্ভুক্ত করা হলে পুলিশের বিদ্যমান সীমিত জনবল, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও অন্যান্য সম্পদ গুরুতর অনলাইন অপরাধের তদন্ত ও প্রতিকার নিশ্চিত করার কার্যক্রম থেকে অন্যদিকে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি	

[3] Centre for Governance Studies and Clooney Foundation for Justice, TrialWatch, Press Freedom in Bangladesh: Lessons from the Digital Security Act (November 2025), pp 26 and 30. https://cfj.org/wp-content/uploads/2025/11/2025-November-Bangladesh-CGS-DSA-Report.pdf.

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		পাবে। একই সঙ্গে, এ ধরনের বিধান কেবল বক্তব্য বা মতপ্রকাশের কারণে ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করবে, যা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।	
২৫ (১) ও ব্যাখ্যা ৪	**বুলিং (Bullying)** খসড়ার ব্যাখ্যা ৪-এ "বুলিং" নামে একটি স্বতন্ত্র অপরাধের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর সংজ্ঞা হলো: "কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত, পরিকল্পিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ বা আচরণ, যেখানে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কতৃক প্রকৃত বা অনুমিত ক্ষমতা, প্রভাব বা আধিপত্য ব্যবহার করে শারীরিক, মৌখিক, সামাজিক, ডিজিটাল বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে এমন আচরণ করা হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি কিংবা মানসিক পীড়া শিকার হয়, ভীত বা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, অথবা সামাজিকভাবে বর্জিত, বিচ্ছিন্ন কিংবা একাকিত্বে ভোগে।" প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ শাস্তি: - **কারাদণ্ড ৫ বছর** এবং/অথবা **২০ লাখ টাকা** জরিমানা। - ভুক্তভোগী নারী বা শিশু হলে **১০ বছরের কারাদণ্ড** এবং/অথবা **৪০ লাখ টাকা জরিমানা**।	• **অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত সংজ্ঞা:** 'প্রকৃত বা অনুমিত ক্ষমতা', 'প্রভাব', 'ভীত/আতঙ্ক', 'বিচ্ছিন্নতা' এবং 'একাকিত্ব'-এর মতো শব্দের কোনো সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নেই। ফলে এসব শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি হয়, যার আওতায় এমনকি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্যারোডি কিংবা জনপরিচিত ব্যক্তির সমালোচনার মতো বৈধ মতপ্রকাশও অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। • **আইনের স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তার অভাব:** সংজ্ঞাটি অতিবিস্তৃত ও ব্যক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার সুযোগসম্পন্ন হবার কারণে গুরুতর সাইবার বুলিং এবং আইনসম্মত মতপ্রকাশের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে আইনের স্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়। তাই আইন এমন হতে হবে, যাতে তার প্রয়োগ কীভাবে হবে তা আগে থেকে বোঝা যায়। • **ব্যতিক্রম বা সুরক্ষার অনুপস্থিতি:** দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার ব্যাখ্যায় এমন কিছু পরিস্থিতি উল্লেখ আছে, যেখানে ওই ধারার অপরাধ প্রযোজ্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ, "জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আচরণ" অথবা	ধারা ২৫ থেকে "বুলিং" (bullying) নামে প্রস্তাবিত অপরাধটি বাতিল করা আবশ্যক।

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		"সরকারি কর্মচারীর সরকারি কার্যাবলি" সম্পর্কে বক্তব্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সুরক্ষা রয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত 'বুলিং' সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যতিক্রম বা সুরক্ষামূলক বিধান প্রযোজ্য হবে না। ● **তৃতীয় পক্ষের অভিযোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার অভাব:** ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ ধারার বিধান "বুলিং"-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না, তা-ও স্পষ্ট নয়। ওই ধারা অনুযায়ী, দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির অভিযোগ সাধারণত কেবল সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি করতে পারেন; সীমিত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তৃতীয় পক্ষের অভিযোগ করার সুযোগ নেই। এ বিধান প্রযোজ্য না হলে আদালতে আবার তৃতীয় পক্ষের অভিযোগ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হতে পারে, যা অতীতে আইন অপব্যবহারের একটি ধরন ছিল।[4] ● **আনুপাতিকতার নীতি লঙ্ঘনের ঝুঁকি:** প্রস্তাবিত 'বুলিং' অপরাধের অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং বক্তব্য প্রকাশ-সংশ্লিষ্ট এ অপরাধের জন্য প্রস্তাবিত কঠোর শাস্তি আনুপাতিকতার নীতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করে—তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়। ● **প্রয়োগকারী সংস্থার সীমিত সক্ষমতা:** এ বিধানের আওতায়	

[4] Centre for Governance Studies and Clooney Foundation for Justice, TrialWatch, Press Freedom in Bangladesh: Lessons from the Digital Security Act (November 2025), pp 26 and 30. https://cfj.org/wp-content/uploads/2025/11/2025-November-Bangladesh-CGS-DSA-Report.pdf.

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		অনলাইনে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা, বিশেষত নারী ও শিশুরা, ইতোমধ্যেই পুলিশের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, তদন্ত পরিচালনা এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রমের সীমিত সক্ষমতার কারণে কার্যকর প্রতিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে অপব্যবহারের ঝুঁকিপূর্ণ 'বুলিং' সংক্রান্ত প্রস্তাবিত অপরাধটি অন্তর্ভুক্ত করা হলে পুলিশের বিদ্যমান সীমিত জনবল, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও অন্যান্য সম্পদ গুরুতর অনলাইন অপরাধের তদন্ত ও প্রতিকার নিশ্চিত করার কার্যক্রম থেকে অন্যদিকে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে, এ ধরনের বিধান কেবল বক্তব্য বা মতপ্রকাশের কারণে ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করবে, যা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।	
২৬ক	**সাইবার-স্পেস এ গুজব** খসড়ায় "গুজব" কে একটি নতুন অপরাধ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, যাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে - কোনো অসমর্থিত বা অযাচাইকৃত তথ্য, সংবাদ কিংবা দাবি যেটি জনমনের মধ্যে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক, উত্তেজনা বা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে বা করবার সম্ভাবনা রাখে। প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ শাস্তি: **১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড** এবং/অথবা	• **অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত সংজ্ঞা:** 'গুজব' শব্দটির অর্থ ও প্রয়োগের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি ব্যক্তিনির্ভর ও বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। • **আইনের সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতার অভাব:** প্রস্তাবিত অপরাধের বিস্তৃত ও ব্যক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার সুযোগসম্পন্ন সংজ্ঞা আইনের সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে (আইনগুলো অবশ্যই স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট/পূর্বানুমানযোগ্য	প্রস্তাবিত ২৬ক ধারটি বাদ দিয়ে দেওয়া।[5]

[5] ভুল তথ্য মোকাবিলায় ফৌজদারি ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যান্য পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যার মধ্যে আবশ্যকভাবে প্রয়োজন (ক) সময়মতো সরকারি তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা; (খ) স্বাধীনভাবে তথ্য যাচাই; (গ) গণমাধ্যম সাক্ষরতা বৃদ্ধির উদ্যোগ; (ঘ) দায়িত্বশীল সাংবাদিকতায় সহায়তা; (ঙ) অ্যালগরিদমের ব্যবহার ও কার্যপদ্ধতিসহ পদ্ধতিগত ঝুঁকির বিষয়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা; এবং (চ) প্রমাণযোগ্যভাবে ভুল তথ্য সংশোধনের সহজলভ্য ব্যবস্থা।

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
	৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।	হতে হবে)। ● **যাচাইহীন তথ্য মানেই মিথ্যা তথ্য নয়ঃ** কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব না হওয়ার অর্থ এই নয় যে তথ্যটি মিথ্যা। বিশেষত জরুরি পরিস্থিতি, সংকটকালীন সময় কিংবা চলমান ও দ্রুত পরিবর্তনশীল কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে সব তথ্যের সত্যতা চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হওয়ার আগেই সংবাদ বা তথ্য প্রকাশের প্রয়োজন হতে পারে। ● **শাস্তির আনুপাতিকতা:** প্রস্তাবিত 'গুজব' সংক্রান্ত অপরাধের অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং বক্তব্য বা মতপ্রকাশসংশ্লিষ্ট এ অপরাধের জন্য প্রস্তাবিত কঠোর শাস্তি গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে।কোনো অপরাধ প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক কঠোর বা সীমাবদ্ধতামূলক হওয়া উচিত নয়।	
২৬ক	**সাইবার-স্পেসে অপতথ্যঃ** খসড়ায় "অপতথ্য" কে একটি অপরাধ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, যা এমন তথ্যকে বোঝায় যা মিথ্যা, বিকৃত বা বিভ্রান্তিকর এবং যেটি উদ্দেশ্যপূরণকল্পে তৈরি, প্রকাশ বা ছড়ানো হয় সাধারণত কোন ব্যক্তি, জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে বিভ্রান্ত , প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে। প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ শাস্তি: **১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড** এবং/অথবা **৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা**।	● **অস্পষ্ট এবং অতিবিস্তৃত সংজ্ঞাঃ** 'অপতথ্য' ('যার মধ্যে 'মিথ্যা তথ্য'ও অন্তর্ভুক্ত) শব্দটির অর্থ ও প্রয়োগের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি ব্যক্তিনির্ভর ও বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ● **আইনের সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতার অভাবঃ** প্রস্তাবিত অপরাধের বিস্তৃত ও ব্যক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার সুযোগসম্পন্ন সংজ্ঞা আইনের সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতার নীতি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে (আইনের বিধান অবশ্যই সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং পূর্বানুমানযোগ্য হতে হবে)।	প্রস্তাবিত ২৬ক ধারটি বাদ দিয়ে দেওয়া।

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		• **আনুপাতিকতা:** প্রস্তাবিত 'অপতথ্য' সংক্রান্ত অপরাধের অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং বক্তব্য বা মতপ্রকাশসংশ্লিষ্ট এ অপরাধের জন্য প্রস্তাবিত কঠোর শাস্তি গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে।কোনো অপরাধ প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক কঠোর বা সীমাবদ্ধতামূলক হওয়া উচিত নয়। • **নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধিঃ** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ৫৭ ধারা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর ২৫ ধারায় অন্তর্ভুক্ত মিথ্যা তথ্য প্রচারসংক্রান্ত বিধানগুলো অতীতে ব্যাপকভাবে অপব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত, সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের কারণে এসব বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে। • জাতিসংঘের মহাসচিবের ২০২২ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে অস্পষ্ট "ভুয়া সংবাদ", "মিথ্যা সংবাদ" এবং "বিভ্রান্তিকর তথ্য" সম্পর্কিত আইনের ব্যবহার ৮৩টি দেশে বাকস্বাধীনতা সীমিত করতে হয়েছে। জাতিসংঘের ২০২৪ সালের তথ্য সততার জন্য বৈশ্বিক নীতিমালাগুলো পুনর্ব্যক্ত করে যে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে চলতে হবে, এবং বৈধ প্রকাশকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা বা অস্পষ্ট ভাষা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অপ্রতুল সীমাবদ্ধতা আরোপের বিরুদ্ধে সতর্ক করে।	

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		• জাতিসংঘের সাবেক বিশেষ প্রতিবেদক মতামত ও প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে অস্পষ্ট "ভুয়া সংবাদ" এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্পর্কিত অপরাধসমূহ, যার মধ্যে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের "ভুয়া তথ্য" বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ধারা ১৯-এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। • ২০২৬ সালে, **ছয়জন জাতিসংঘ বিশেষ প্রক্রিয়ার ম্যান্ডেটধারক** বাংলাদেশের সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা তাদের আইনগুলো আন্তর্জাতিক মুক্ত বক্তব্যের মানদণ্ডের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়, এবং তারা মানবাধিকার কাউন্সিলের রেজুলেশন ৪৫/১৮ (২০২০) উল্লেখ করেছিলেন (ভোট ছাড়াই গৃহীত, যেখানে বাংলাদেশও সম্মতি জানায়), যা **অস্পষ্ট মিথ্যা তথ্য সংক্রান্ত আইন সাংবাদিকতাকে অপরাধী করার এবং বৈধ প্রকাশ বন্ধ করার জন্য ব্যবহারের কথা সতর্ক করা হয়েছিল।**	
৮(২)	**কর্তৃপক্ষ** খসড়ায় বর্তমানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের তালিকায়—অর্থাৎ সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি—তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	খসড়াটি কনটেন্ট অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিবেচনাধিকারসম্পন্ন সরকারি সংস্থার সংখ্যা বাড়াবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা নেই।	ধারা ৮(২) থেকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবিত বক্তব্যটি বাদ দিতে হবে: "তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কিংবা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থা বা বাহিনী"।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের পক্ষ থেকে
খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর উপর প্রস্তাবিত সুপারিশ সমূহ

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
৮(২)	**অবরোধের ভিত্তি** খসড়ায় ইতিমধ্যে বিস্তৃত অবরোধের ভিত্তিগুলোর পরিধি আরও বাড়িয়ে 'গুজব' ও 'অপতথ্য' (ধারা ৮(২)), 'মানহানিকর উপাদান' (ধারা ৮(২)(ঘ)), রাষ্ট্রকে অপমান করে বা অসম্মান করে এমন উপাদান (ধারা ৮(২)(ঘ)) অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করা এবং ধর্মীয় বা জাতিগত বিদ্বেষ-সংক্রান্ত বিদ্যমান ভিত্তিগুলোর ক্ষেত্রে "ক্ষতি ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে" - এমন একটি মানদণ্ড যুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে (ধারা ৮(২)(ক)–(গ))।	• **অস্পষ্ট ভিত্তি:** প্রস্তাবিত বিধানে অনলাইন বিষয়বস্তু ব্লক বা অপসারণের জন্য নির্ধারিত ভিত্তিগুলো অত্যন্ত বিস্তৃত ও অস্পষ্ট; ফলে ব্যক্তিনির্ভর বা বিষয়গত মানদণ্ডে কনটেন্ট অবরোধ এবং স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে। এতে ইতিমধ্যে থাকা অস্পষ্ট ভিত্তিগুলোর সঙ্গে আরও অস্পষ্টতা যুক্ত হবে - যেমন "দেশের অখণ্ডতা", "সহিংসতার দিকে নিয়ে যায় এমন উদ্বেগ সৃষ্টি করে", "দেশের প্রতিরক্ষা" এবং "বিশৃঙ্খলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে"। এসবের সংজ্ঞা নির্ধারিত নয়, ফলে অপব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ থাকে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে "জাতীয় নিরাপত্তা" ও "জনশৃঙ্খলা" মতপ্রকাশ সীমিত করার বৈধ ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত; তবে সে ধরনের সীমাবদ্ধতা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হয় এবং মতপ্রকাশের সঙ্গে নির্দিষ্ট ক্ষতির প্রত্যক্ষ ও প্রমাণযোগ্য সম্পর্ক থাকে। • **বৈধ মতপ্রকাশে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিনিষেধের ঝুঁকি:** প্রস্তাবিত অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত ভিত্তিগুলোর কারণে আইনসম্মত বক্তব্য, মতামত ও অনলাইন বিষয়বস্তু ব্লক বা অপসারণের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিনিষেধ আরোপের ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।	কনটেন্ট অবরোধ বা অপসারণের প্রস্তাবিত ভিত্তি হিসেবে নিচের বিষয়গুলো বাদ দেয়া প্রয়োজন: - 'গুজব' (ধারা ৮(২)); - 'অপতথ্য' (ধারা ৮(২)); - 'মানহানিকর উপাদান' (ধারা ৮(২)(ঘ)); - রাষ্ট্রকে অপমান করে বা অসম্মান করে এমন উপাদান (ধারা ৮(২)(ঘ)); এবং - দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও জনশৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় বা জাতিগত বিদ্বেষ-সংক্রান্ত বিদ্যমান ভিত্তিগুলোর ক্ষেত্রে "ক্ষতি ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে"—এমন মানদণ্ড (ধারা ৮(২)(ক)–(গ))। বিদ্যমান ভিত্তিগুলোর ভাষা আরও স্পষ্ট করতে এবং সংজ্ঞার পরিধি সংকীর্ণ করতে সেগুলো পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
১২	**ন্যাশনাল সাইবার প্রোটেকশন কাউন্সিল**	**স্বাধীনতার অভাব:** জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণের এবং ২১ জন	• ধারা ১২ তে ৩ জন মন্ত্রীর (পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও সম্প্রচার) **অন্তর্ভুক্তি বাদ**

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের পক্ষ থেকে
খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর উপর প্রস্তাবিত সুপারিশ সমূহ

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
	প্রস্তাবিত খসড়া আইনে কাউন্সিলের গঠনে পরিবর্তনের প্রস্তাব করছেঃ - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে বাদ দেওয়া। - পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে ৩ জন মন্ত্রীকে যুক্ত করে পরিষদের গঠনে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।	সরকারি কর্মকর্তাদের (বর্তমানের চেয়ে ৫ জন বেশি) নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাহী কর্মকর্তাদের আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়ে যায়। এটি কাউন্সিলকে ডিজিটাল অধিকার, প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নজরদারি সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগও কমিয়ে দিবে।	**দেয়া প্রয়োজন।** • ধারা ১২ তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের **উল্লেখ থাকা দরকার।** • কমিশনে মানবাধিকার, সাইবারসিকিউরিটি এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত দক্ষতা সম্পন্ন সদস্যদের কো-অপশন বা নিয়োগের ব্যবস্থা **যুক্ত করা আবশ্যক।**
৪৬	**আমলযোগ্য অপরাধ** ধারা ২৫-এর অপরাধগুলো আমলযোগ্যই থাকছে (অর্থাৎ, এ ধরনের অপরাধে পুলিশ পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে)। ফলে ধারা ২৫-এ প্রস্তাবিত "মানহানি", "হেয় প্রতিপন্নকরণ" ও "বুলিং"-সহ মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধগুলোও আমলযোগ্য হবে।	• **নির্বিচার গ্রেপ্তার ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টির ঝুঁকি:** প্রস্তাবিত বিধানটি বক্তব্য বা মতপ্রকাশসংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করবে। এর ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ৫৭ ধারা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর বিধানগুলোর অতীতের অপব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এসব আইনের অধীনে সাংবাদিক ও অন্যান্য মতপ্রকাশকারী ব্যক্তি, এমনকি নারী ও শিশুরাও নির্বিচার গ্রেপ্তার এবং বিচারপূর্ব আটকাদেশের শিকার হয়েছেন। এ ধরনের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা সমাজে ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, ব্যক্তিদের স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ বা আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক আচরণে উৎসাহিত করতে পারে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।	ধারা ২৫ থেকে "মানহানি", "হেয় প্রতিপন্নকরণ" ও "বুলিং"-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত অপরাধগুলো বাদ দিতে হবে এবং ধারা ৪৬-এর অধীনে এসব অপরাধকে আমলযোগ্য করা যাবে না।

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		• **ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ ও পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি:** ২৫ ধারায় নারী ও শিশুসহ বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনলাইনে সংঘটিত গুরুতর ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড ও অপরাধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলোকে আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে এসব অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা ইতোমধ্যেই পুলিশের অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও অন্যান্য সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে কার্যকর প্রতিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে বক্তব্য বা মতপ্রকাশসংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত 'মানহানি', 'হেয়প্রতিপন্ন করা' এবং 'বুলিং' বা 'উৎপীড়ন' সংক্রান্ত অপরাধগুলোকে আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পুলিশের বিদ্যমান সীমিত সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে, এসব অপরাধের অভিযোগে পরোয়ানা ছাড়াই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশকে কার্যত অবাধ ক্ষমতা প্রদান করা হবে, যা ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ ও অপব্যবহারের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলবে।	
৪১	**আদালতের এখতিয়ার** খসড়া সংশোধনীতে কিছু অপরাধ সাইবার ট্রাইব্যুনালে এবং অন্য অপরাধগুলো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টে বিচারযোগ্য	• **ডিজিটাল প্রমাণাদির বিশদ পরীক্ষা প্রয়োজন এমন অপরাধের ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টে বিচার বিশেষভাবে উদ্বেগজনক**। ধারা ২৬-এর অধীনে ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা মুক্তমত প্রকাশ সম্পর্কিত অপরাধের মতো সাইবার	• ধারা ৪১ এর প্রস্তাবিত সংশোধনী থেকে সাইবার অপরাধের জন্য মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা বাতিল করা প্রয়োজন। • প্রস্তাবিত সংশোধনীর ৪১ ধারায় এ

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
	করার প্রস্তাব করা হয়েছে। **সাইবার ট্রাইব্যুনাল:** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা হ্যাকিং (ধারা ১৭); কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও তৎসংক্রান্ত শাস্তি (ধারা ১৮); সাইবার সন্ত্রাসের অপরাধ ও শাস্তি (ধারা ২৩); আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে ই-লেনদেনের অপরাধ ও শাস্তি (ধারা ২৪); যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং বা অশালীন তথ্য-উপাত্ত ও মানহানিকর তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তি (ধারা ২৫(৩)); সাইবার পরিসরে গুজব, ভুল তথ্য ইত্যাদি প্রচার ও শাস্তি (ধারা ২৬ক); এবং সংশ্লিষ্ট সহায়তা বা প্ররোচনামূলক অপরাধ (ধারা ২৭)। **প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট:** সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচার্য নয়, সাইবার সুরক্ষা আইনের অধীনে এমন সব অপরাধ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হবে। **মোবাইল কোর্ট:** সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য নয়, সাইবার সুরক্ষা আইনের অধীনে এমন অপরাধ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলে অন্তর্ভুক্ত থাকলে মোবাইল কোর্টেও বিচারযোগ্য হবে।	অপরাধসমূহ প্রমাণের জন্য আদালতকে ইলেকট্রনিক নথি পরীক্ষা করা, উক্ত তথ্য উপাত্ত কে তৈরি বা শেয়ার করেছে তা শনাক্ত করা এবং তা তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও যে প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি প্রদান করা হয়েছিল তা নিরূপণ করতে হয়। তুলনামূলকভাবে লঘু অপরাধের জন্য প্রণীত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সংক্ষিপ্ত বিচারপ্রক্রিয়ায় এসব বিষয় যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা কঠিন হতে পারে। ● **প্রস্তাবিত এখতিয়ার বণ্টনে সাইবার অপরাধের বিচার কোন আদালতে হওয়া উচিত, তার কোনো স্পষ্ট বা নীতিগত ভিত্তি প্রতীয়মান নয়।** উদাহরণস্বরূপ, ধারা ২৫(৩)-এ নারী বা শিশু ভুক্তভোগী হলে অনলাইন যৌন হয়রানি, শিশু যৌন নির্যাতনমূলক তথ্য উপাত্ত, মানহানি, হেয় প্রতিপন্নকরণ ও বুলিং-সহ বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির উল্লেখ থেকে বোঝা যেতে পারে যে ভুক্তভোগী নারী বা শিশু হলে এসব অপরাধ সাইবার ট্রাইব্যুনালে এবং অন্য ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার হবে। তবে এই পার্থক্যের যুক্তি স্পষ্ট নয়; বিশেষত, নারী ও শিশু ভুক্তভোগীদের জন্য সাইবার ট্রাইব্যুনালে এমন কোনো বিশেষ প্রক্রিয়াগত সুরক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না, যা বিচারিক এখতিয়ারের এ ধরনের পৃথক বণ্টনকে যৌক্তিকতা প্রদান করতে পারে। এর ফলে ডিজিটাল প্রমাণসংশ্লিষ্ট একই ধরনের অপরাধের বিচার প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন আদালতে পরিচালিত হতে পারে। একই সঙ্গে, ডিজিটাল	আইনের অধীন অপরাধের বিচার করার জন্য প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদানের বিধানটি বাদ দিতে হবে।

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
		প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও আদালতভেদে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের আশঙ্কা রয়েছে। ফলস্বরূপ, একই ধরনের মামলার বিচারপ্রক্রিয়া ও রায়ে অসংগতি সৃষ্টি হতে পারে, যা ন্যায়বিচারের সুষ্ঠু পরিচালনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ● শিশু অভিযুক্তের মামলা সাইবার ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বরাদ্দ করা নিয়েও সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ও পেশাজীবীরা আগে অনুরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন; কারণ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সাইবার ও প্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নাও থাকতে পারে।[6] ● একাধিক অপরাধ একসঙ্গে বিচারের সাধারণ নীতি হলো, সবচেয়ে গুরুতর অপরাধের বিচার যে আদালতে হয়, সাধারণত সব অপরাধের বিচার সেই আদালতেই হয়। উক্ত আইনটি একটি বিশেষ আইন হওয়ায়, কোনো মামলায় সাইবার ট্রাইব্যুনাল ও প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট—উভয় আদালতের এখতিয়ারভুক্ত অপরাধ থাকলে কোন আদালত বিচার করবে, তা সংশোধনীতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত।	

[6] https://blast.org.bd/content/CSO/CSO_Recommendations_English.pdf

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের পক্ষ থেকে
খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর উপর প্রস্তাবিত সুপারিশ সমূহ

ধারা নং	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ - এর খসড়ায় প্রস্তাবিত বিধান	উদ্বেগ/মতামত	ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ
২৯	**লাইসেন্স / নিবন্ধন বাতিলকরণ:** খসড়া সংশোধনীতে বিদ্যমান দন্ড বা শাস্তির পাশাপাশি কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান এ আইনের অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে, উক্ত কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত কিংবা বাতিল করা যাবে অথবা তার পরিচালনা বা কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যাবে।	• **অসংগতিপূর্ণ দন্ড:** কোন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল বা সামগ্রিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার মত কঠোর বিধান যুক্ত করা হলে, বাক-স্বাধীনতা বা মতপ্রকাশ সম্পর্কিত অপরাধের অজুহাতে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ সংগঠন সমূহকে মাত্রাতিরিক্ত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তির সম্মুখীন করার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। • **মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধ:** এ ধরনের বিধান জারি থাকলে জনস্বার্থমূলক সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ, সামাজিক বা নীতিগত অধিকার ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি, গঠনমূলক সমালোচনা এবং তথ্য প্রচার ও প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। ফলে মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।	ধারা ২৫ এর প্রস্তাবিত মত প্রকাশ সম্পর্কিত অপরাধসমূহ (‘মানহানি’, ‘হেয় প্রতিপন্ন’, এবং ‘বুলিং’), ধারা ২৬(ক) এর (‘গুজব’ এবং ‘অপতথ্য’) এবং ধারা ২৬ এর বিদ্যমান মুক্তমত প্রকাশ সম্পর্কিত অপরাধসমূহের (ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত ঘৃণা, যা সহিংসতা, ভয় বা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে, বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, অথবা অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য নির্দেশ দেয়) উপর ধারা ২৯ এর প্রয়োগের সুযোগ **বাতিল করা জরুরী**।